APR 10 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... ...

দ কী য়

# বাংলা একাডেমীতে আবারও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীতে আবারও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কার্যনির্বাহী পরিষদে পরিবর্তন আনা ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও পরিষদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে প্রণীত বাংলা একাডেমী অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এর আগে সরকারি সিদ্ধান্তে বাংলা একাডেমীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও রীতি-নীতিকে পদদলিত করে একুশের বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমীর সভাপতিকে সভাপতিত্ব করতে দেয়া হয়নি। মাতৃভাষার অমর শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির চেয়ারটিকে অপমান করার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন একাডেমীর সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান। সরকারের ওই সিদ্ধান্তটি সর্বমহলে নিন্দা ও ধিক্কার কুড়িয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল এরপর সংশ্লিষ্টরা সচেতন হবেন, সঙ্কীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে বাংলা একাডেমীকে তার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেবেন। কিন্তু হায়, আবারও বাংলা একাডেমীতে অবৈধ হস্তক্ষেপের কালো হাত প্রসারিত হলো!

গত ১০ই মার্চ সংস্কৃতি সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনোনীত ড. আলী আসগর, ড. ইনামুল হক ও ড. আবু জাফর মাহমুদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। একই প্রজ্ঞাপনে গত সরকারের আমলে মনোনীত চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দু'জন চেয়ারম্যানের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। ১৯৭৮ সালের বাংলা একাডেমী অধ্যাদেশে বর্ণিত ১০/সি ধারা অনুযায়ী সরকার মনোনীত সাত সদস্যের মধ্যে দু'জন দেশের যেকোন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান থাকবেন বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ও অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদকে নিয়োগদানের কথা বলা হয়েছে, যা ওই অধ্যাদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কার্যনির্বাহী পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নজির সৃষ্টি হয়েছে। কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন বৈঠকে নয়, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী পহেলা বৈশাখে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বাংলামেলা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একুশে বইমেলার ক্ষেত্রেও একাডেমীকে পাশ কাটিয়ে কর্মসূচি তৈরি করা হয় মন্ত্রণালয়ে এবং এরই ফলে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক দায়িত্ব নেয়ার পর আজ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন বৈঠক হয়নি। অথচ সরকারি হস্তক্ষেপে কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিবর্তন করা হয়েছে, নতুন নতুন সিদ্ধান্ত আসছে। তবে কি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমীকে খারিজ করা হয়েছে? তা যদি না হয় তবে কেন এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ? সরকার তার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে, আমলাদের হুকুমদারিতে, দলীয়করণের ভিত্তিতে বাংলা একাডেমীকে চালাতে চায় কিনা তা স্পষ্ট করে বলা উচিত। আর তা না হলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে তার নিজস্ব নিয়মেই চলতে দেয়া হোক।